Bangla Sahityer Itihas (Unis O Bish shatak)
AHBNG-201C-3 SEMESTER-2 (HONS)

Kaliprasanna Singha

UJJWAL PRAMANIK SACT-1
DEPARTMENT OF BENGALI, SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

কালীপ্রসন্ন সিংহ (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ - ২৪ জুলাই ১৮৭০) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও সমাজসেবক। বাংলা সাহিত্যে তার দুই অমর অবদানসমূহের জন্য চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। সেগুলো হল, বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতের বাংলা অনুবাদ এবং তার বই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। তিনি ঊনবিংশ শতকের একজন বাংলা-সাহিত্য আন্দোলনে অন্যতম একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাত্র উনত্রিশ বছরের জীবনে তিনি সাহিত্য ও সমাজের উন্নয়নের জন্য অসংখ্য কাজ করেছেন। তিনি বিধবা বিবাহের একজন সমর্থক ছিলেন। বহু বিধবা দুখিনীর জীবন পরিবর্তন এর জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি।

গ্রন্থতালিকা

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিম্নলিখিত বইগুলি লিখেছিলেন:

বাবুনাটক (১৮৫৪)
বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭)
সাবিত্রী-সত্যবান নাটক (১৮৫৮)
মালতী-মাধব নাটক (১৮৫৯)
হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনো বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন (১৮৬১)
হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬১)
পুরাণ সংগ্রহ বা মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিং) (*মহাভারত* অনুবাদ, ১৮৫৮-৬৬)
বঙ্গেশ বিজয় (১৮৬৮)
শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (১৯০২)

প্রকাশনা[সম্পাদনা]

কালীপ্রসন্ন *বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, পরিদর্শক,সারবত্ত্বা প্রকাশিকা* ও *বিভিধার্থ সংগ্রহ* প্রভৃতি পত্রিকার মত পত্রিকাগুলির সম্পাদনা অথবা প্রকাশনা করেছিলেন। *পরিদর্শক* পত্রিকাটি ছিল একটি বাংলা দৈনিক যেটা শুরু করেছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং মদনগোপাল গোস্বামী। সংবাদপত্রটির উন্নতির জন্য, কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রটির মান সেই সময় এগিয়ে ছিল, এবং কৃষ্ণদাস পাল লিখেছিলেন, "তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর স্বদেশীয় দৈনিক সংবাদপত্রও শুরু করলেন, যার মত আমরা এখনো দেখিনি"। সুপরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোক বাবু রাজেন্দ্রলালের দ্বারা *বিভিধার্থ সংগ্রহ* প্রথম সম্পাদিত হয়েছিল। তার পরে পত্রিকাটি কালীপ্রসন্ন সিংের তত্ত্বাবধানে পুনর্জাগরিত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে তার সবচেয়ে প্রশংসিত রচনা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই বইয়ে হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে এক রসাত্মক পদ্ধতিতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলেন। তৎকালীন কলকাতার আচার ব্যবহার, পালা-পার্বণ, সভা-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক উৎসব এবং নানা ঘটনা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় সরসভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ছিল কথ্য ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা বই। এই বইতে কোন কোন মান্য ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল তাই এর প্রতিবাদে এইরকমের দু-একটি বইও লেখা হয়েছিল। তিনি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* সম্প্রকাশ, মুখার্জ্জীস ম্যাগাজিন, বেঙ্গলি *এবং* হিন্দু প্যাট্রিয়ট *-এর মত পত্রিকাগুলিকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন।*

ধন্যবাদ